গীমাকালমির উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

 পানি নিষ্কাশনের সুভিদাযুক্ত সব রকমের উর্বর জমি গীমাকলমি চাষের উপযোগী। তবে দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটি বেশি উপযোগী। মাটি ও জমির প্রকারভেদে ৬টি চাষ ও মই দেওয়া প্রয়োজন এবং জমি গভীর করে চাষ করতে হবে।

বপনের সময়

 বছরের যে কোন সময়েই চাষ করা যেতে পারে। চৈত্র মাস (মধ্য মার্চ থেকে মধ্যা এপ্রিল) থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাস (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট) পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে।

সারের পরিমাণ

গীমাকলমির জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/হেক্টর |
| ইউরিয়া | ১৪০-১৬০ কেজি |
| টিএসপি | ১০০-১২০ কেজি |
| এমপি | ১০০-১২০ কেজি |
| গোবর | ৮-১০ টন |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় বার ফসল কাটার পর প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ

 বর্ষাকালে সাধারণত পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হলে ১০-১৫ দিন অন্তত পানি সেচ দেওয়া আবশ্যাক।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

 চারা গজানোর পর প্রত্যেক বেডে অর্থাৎ প্রতি ১৫ সেমি অন্তর ১টি করে চারা রাখতে হবে। জমি আগাছমুক্ত রাখতে হবে।